দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 10 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের কোমলমতি শিশু, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের একাংশ —জনকণ্ঠ

পাহাড়ে সম্প্রীতির আলো ছড়াচ্ছে খাগড়াছড়ি ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল ও কলেজ

মোয়াজ্জেমুল হক, খাগড়াছড়ি ঘুরে এসে ॥ দুর্গম পাহাড়ী এলাকার মাঝে বড় শহরতুল্য শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে গড়ে ওঠা এক বিদ্যাপীঠের নাম খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এগিয়ে যাচ্ছে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এক সময়ের পাহাড়ী-বাঙালী রক্তক্ষয়ী ঘটনা অবসানের পর বর্তমানে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠছে পাহাড়ের সকল সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশু ও ছেলেমেয়েরা। প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য বেষ্টিত দেশের এক-দশমাংশ নিয়ে গড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ পার্বত্যাঞ্চলের উঁচু-নিচু পাহাড় ও সবুজ বনাঞ্চলবেষ্টিত নয়নাভিরাম, নজরকাড়া পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি। চেঙ্গি, মাইনি ও কাসালং নদী বিধৌত খাগড়াছড়িতে উপজাতীয় সম্প্রদায় বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বহু দূর এগিয়ে গেছে তা হয়ত অনেকের অজানা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, উপজাতীয় চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার হার প্রায় ৭২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যেখানে ঐ এলাকায় বসবাসরত বাঙালীদের শিক্ষার হার মাত্র ২৮ শতাংশ।

বাঙালীর চেয়ে চাকমাদের শিক্ষার হার বেশি

সম্প্রতি বসন্তের এক শুভ্র সকালে সাংবাদিকদের একটি দল যখন খাগড়াছড়ির ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনে যায় তখন মনে হয়েছে দেশের উন্নতমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাগড়াছড়ির সেনানিবাসের মুখে ও শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৯ দশমিক ৪২ একর জমিতে স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন এ বিদ্যাপীঠটি। বিভিন্ন বাধা ও সমস্যাকে পেছনে ফেলে পাহাড়ের আলোকবর্তিকা হিসেবে জ্বলজ্বলে এ বিদ্যাপীঠটি। ২০০২ সালের ২৭ এপ্রিল এ বিদ্যাপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর ২০০৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পাহাড়ে সম্প্রীতির (১২-এর পাতার পর)

সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমদ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ২৫৭ শিক্ষার্থী নিয়ে এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু। ঐ বছরের জুন মাসে শুরু হয় ১২২ ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজ শাখা। বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৮শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে ঠাসা এ বিদ্যাপীঠ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ পাহাড়ী আর ৪৪ শতাংশ বাঙালী। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা [illegible] এরই মাঝে এ বিদ্যাপীঠ বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বৃত্তি পরীক্ষাসহ নানা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এবারই প্রথম এ বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথম অংশগ্রহণ শুরু হচ্ছে। অধ্যক্ষ লে. কর্নেল শেখ শরীফুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, এ বিদ্যাপীঠের পাসের হার হবে শতভাগ। তাঁর মতে, পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীরা মেধার স্বাক্ষর রেখে শিক্ষা অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে, যা দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিদর্শনকালে বিদ্যাপীঠে চলছিল এসেম্বলি। বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পোশাকে লাইনগুলো দেখতে মনে হচ্ছিল শৃঙ্খলার অপূর্ব এক দৃশ্য। পাহাড়ী-বাঙালী কোমলমতি শিশু ও ছেলেমেয়েরা মিলেমিশে একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একপর্যায়ে সমবেত কণ্ঠে ওরা গাইল জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি......'। এরপর অতিথিদের উদ্দেশে সালাম প্রদান ও একদল ছাত্রছাত্রীর যৌথ পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান।

দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শেষে ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পর পাহাড়ী শিক্ষার এ পরিবেশ